দৈনিক সংবাদ

তারিখ 03 JAN 1989
পৃষ্ঠা 3 কলাম 4

4

প্রকাশিত খবর সম্পর্কে আজিমপুর গার্লস হাই স্কুলের সহকারী প্রধান শিক্ষিকা—

সম্প্রতি আজিমপুর গার্লস হাই স্কুলের এস,এস,সি নির্বাচনী পরীক্ষায় অকৃতকার্য ছাত্রীদের পাস করিয়ে দেওয়ার ব্যাপারে উক্ত বিদ্যালয়ের সহকারী প্রধান শিক্ষিকা মিসেস ফিরোজা খাতুনের নাম উল্লেখ করে বিভিন্ন সংবাদপত্রে (The New Nation ২১-১২-৮৮, ইনকিলাব-২৩।১২।৮৮; সংবাদ-২৪-১২-৮৮) যে ভিন্নমুখী ও বিভ্রান্তিকর খবর ছাপা হয়েছে সে সম্পর্কে আমার বক্তব্য নীচে প্রদান করছি :-

--গত ২১শে ডিসেম্বর (১৯৮৮ ইং) তারিখে আমি সময়মত বিদ্যালয়ে উপস্থিত হতেই প্রধান শিক্ষক কাজী মকবুল হোসেন সাহেব আমাকে তার কক্ষে আসতে বলেন, সেখানে দু'জন পুলিশের লোক ও তিনি বসা ছিলেন। পুলিশের একজন আমাকে 'The New Nation' পত্রিকাটির ২১শে ডিসেম্বর তারিখে আজিমপুর গার্লস হাই স্কুলে আমার কথা উল্লেখ করে প্রকাশিত একটি খবরের প্রতি দৃষ্টি আকর্ষণ করিয়ে সে সম্পর্কে লিখিত বিবৃতি দিতে বলেন। আমি অবাক হয়ে যাই। যেহেতু এর আগের দিন অর্থাৎ ২০শে ডিসেম্বর স্কুলের ভিতর আমাদের কক্ষে কোন অপ্রীতিকর ঘটনা ঘটে; কাজেই এ সম্পর্কে বিবৃতি দেয়ার কোন প্রশ্নই ওঠে না। এবং এ কারণেই আমি তাঁদের কাছে কোন বিবৃতি দেইনি। তারপর আমি প্রধান শিক্ষকের কক্ষ হতে আমাদের কক্ষে চলে আসি। কিছু সময় পর জানতে পারি প্রধান শিক্ষকের কক্ষ হতে পুলিশ দু'জন যুবককে গ্রেফতার করেছে।

--এই প্রসঙ্গে বিভিন্ন কাগজে কয়েকদিন ধরে বিভিন্ন প্রকার খবর ছাপা হচ্ছে। এ ব্যাপারে আমি বলতে চাই যে--বিদ্যালয়ে বার্ষিক ও এস,এস,সি, নির্বাচনী পরীক্ষার ফলাফল ঘোষণার পর অকৃতকার্য কোন কোন ছাত্রীর অভিভাবক ও আত্মীয়স্বজনরা প্রতিবছরই ছাত্রীদের পাস করিয়ে দেবার জন্য বিদ্যালয়ে অনুরোধ জানাতে আসেন। আমরাও ভদ্রভাবে আমাদের অপারগতার কথা জানিয়ে দেই। কোন কোন ক্ষেত্রে তাদের অনুরোধ এড়াবার জন্য '--এ বছর রেখে দেন, ছাত্রী অমুক অমুক বিষয়ে কাঁচা, ভাল করে পড়ান' এসব কথা বলে বিদায় করি। কোন কোন ক্ষেত্রে তাঁরা 'একটু দেখবেন' বলে ছাত্রীদের নামও দিয়ে যান। এটা প্রত্যেক বিদ্যালয়ের জন্য স্বাভাবিক ব্যাপার।

--এবারও এস,এস,সি নির্বাচনী পরীক্ষার ফলাফল ঘোষণার পর কয়েক দিন থেকে অকৃতকার্য ছাত্রীদের অভিভাবক ও আত্মীয়স্বজন বিদ্যালয়ে ছাত্রীদের পাস করিয়ে দেয়ার জন্য অনুরোধ জানাতে আসছিলেন। ২০শে ডিসেম্বর ঐ একইভাবে তারা বিদ্যালয়ে এসেছিলেন। সংবাদপত্রে প্রকাশিত খবরে বলা হয়েছে--২০শে ডিসেম্বর কিছু সময়ের জন্য আমাকে দায়িত্ব দিয়ে প্রধান শিক্ষক কাজী মকবুল হোসেন স্কুলের বাইরে ছিলেন--এ কথা সত্য নয়। তিনি সেদিন সারাদিনই বিদ্যালয়ে উপস্থিত ছিলেন।

--আমরা সহকারী প্রধান শিক্ষিকা দু'জন ২০শে ডিসেম্বর যখন আমাদের কক্ষে বসে কাজ করছিলাম তখন সিনিয়র সহকারী শিক্ষক মিঃ গুলজার হোসেন ও আরও কতিপয় শিক্ষিকা আমাদের কক্ষেই ছিলেন। গতানুগতিকভাবে অভিভাবক ও আত্মীয়স্বজনেরা এসেছিলেন তাদের ছাত্রীদের পাস করিয়ে দেয়ার কথা বলতে। আমরাও তাদের-'ছাত্রী ভাল নম্বর পায়নি। কিভাবে পাস করানো যাবে। ভালভাবে পড়লে সামনের বার পাস করতে পারবে'--এই ধরনের কথা বলে ভদ্রভাবে তাদের বিদায় করেছি। কয়েকজন অভিভাবক ও আত্মীয় স্বজন তাদের ছাত্রীদের পাস করিয়ে দেয়ার অনুরোধ জানিয়ে সহকারী প্রধান শিক্ষিকা দু'জনের কাছে নামও দিয়ে যান। সেদিন অর্থাৎ ২০শে ডিসেম্বর এ কারণে বা অন্য কোন কারণে কেউ আমাদের সাথে কোন প্রকার অশোভন আচরণ করেননি বা হামলা চালাননি।

পরদিন ২১শে ডিসেম্বর কোন ছাত্রীর কোন অভিভাবক বা আত্মীয়স্বজন ছাত্রীদের পাস করিয়ে দেয়ার জন্য আমাদের কক্ষে ঢুকে আমাদের সাথে কোন অশোভন আচরণ বা ভয়ভীতি প্রদর্শন করেননি বা ইটপাটকেল নিক্ষেপ করে দরজা-জানালার ক্ষতিসাধনও করেনি। সেহেতু আমাদের কক্ষ হতে কোন যুবককে গ্রেফতার করার কোন প্রশ্নই ওঠে না। যে দু'জন যুবককে ২১শে ডিসেম্বর গ্রেফতার করার খবর কাগজে প্রকাশিত হয়েছে তাদের প্রধান শিক্ষক সাহেবের উপস্থিতিতে তারই কক্ষ হতে পুলিশ গ্রেফতার করেছে।

ফিরোজা খাতুন,
সহকারী প্রধান শিক্ষিকা (১)
আজিমপুর গার্লস হাই স্কুল,
ঢাকা।

চিঠিপত্র

(মতামতের জন্য সম্পাদক দায়ী নন)